আলমডাঙ্গায় ৮টি গাঁজার গাছসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার বটিয়াপাড়া গ্রামে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে অভিযান চালিয়ে ৮ টি গাঁজার গাছ সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া এলাকার আনারুল সরদার (৫২) কে গ্রেফতার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের মৃত হারেজ সরদারের ছেলে আনারুল সরদার। সে দীর্ঘদিন যাবৎ নেশাজাতীয় দ্রব্য গাঁজা বিক্রয় ও চাষ করে আসছে। এলাকাজুড়ে মাদকের অভায়রণ্য সৃষ্টি করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান পরিচালনা করেন।

খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের শিয়ালমারি ভায়া বটিয়াপাড়া বাইলি শিশির মাঠে নিজ জমির মধ্যে অবৈধভাবে গাঁজা চাষা করে। অভিযান চালিয়ে ৮ টি গাঁজা সহ গ্রেফতার করে গাঁজা চাষী আনারুলকে। গ্রেফতারকৃত আসামী আনারুলের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি নিয়মিত মামলার অজু করা হয়।

আলমডাঙ্গায় পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সম্পাদককে কুপিয়ে হত্যা

আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান হোসেনকে (২৫) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বত্তরা।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে দু’জন রামদা দিয়ে কুপিয়ে

রক্তাক্ত জখম করলে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণ করেন। ইমরান পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছোট ছেলে।

নিহত ইমরানের বাবা আব্দুল জলিল জানান, চার মাস আগে পৌর এলাকার নওদাবন্ডবিল গ্রামের সাকিব ও দুর্লভপুর গ্রামের মাসুদসহ কয়েকজনের সঙ্গে ইমরানের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিষয়টি থানায় বসে সমঝোতা হয়। এরপর শুক্রবার একা পেয়ে তারা কুপিয়ে ইমরানকে হত্যা করে।

প্রত্যক্ষদর্শী আহাদ আলী জানান, তিনি ও ইমরান বেলা ১১টার দিকে গোবিন্দপুরের মাঠপাড়ায় পুকুরে মাছ ধরার জন্য বসেছিলেন। পূর্ব শত্রুতার জেরে মাসুদ ও সাকিব নামের দু’জন রামদা দিয়ে ইমরানের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। হামলাকারী দু’জন উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে মাসুদ ও পৌর এলাকার নওদাবন্ডবিল গ্রামের মজিবার রহমানের ছেলে সাকিব।

স্থানীয়রা জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় ইমরান দৌড়ে পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে থেকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম হত্যার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্বৃত্তদের ধরতে ইতোমধ্যেই পুলিশের কয়েকটি টিম কাজ করছে। অল্প সময়েই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

আলমডাঙ্গায় বউ না আসায় অভিমানে যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নিখোঁজের তিনদিন পর যুবকের ঝুঁ◌ঁলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫ টার দিকে স্থানীয়রা মাঠে ঘাস কাটতে গেলে অর্ধগলিত ঝুঁলন্ত লাশ দেখতে পায়।

স্থানীয় তিয়রবিলা ফাঁড়িপুলিশকে খবর দিলে যুবকের ঝুঁলন্ত লাশ

উদ্ধার করে। নিহত যুবক তরিকুল ইসলাম (২০) তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লাল, আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম, পরিদর্শক ওসি (অপারেশন) একরামুল হক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (২০)। গত ১ মাস পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর সম্ভুপুর গ্রামের অন্তরার সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।

বিবাহের ফিরিনি শেষে তরিকুল বাড়িতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তার স্ত্রীকে আনতে গেলে সে আসবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। পূণরায় তরিকুলের পিতা আবারো তার ছেলের বউকে আনতে গেলে সে আসবে বলে জানায়।

বউ আসবে না এমন ক্ষোভে গত ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার অজুহাতে বাড়ি থেকে বের হয় তরিকুল।সে রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে।

গত ৩ দিন পার হলেও তরিকুলের খোঁজ মেলেনি। শুক্রবার বিকেল ৫ টায় তিয়রবিলা গ্রামের প্রতিবেশী আব্দুল আজিজ মাঠে ঘাস কাটতে যায়। এসময় আজিজ ভাটুই নদীর পাশে পৌছালে দুর্গন্ধ পেতে থাকে। হঠাৎ সে ভাটুই নদীর পাশের তেঁতুল গাছে অর্ধগলিত যুবকের মরদেহটি দেখতে পায়। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে লাশ সনাক্তের চেষ্টা করে।

লাশ কেউ চিনতে না পারায় তরিকুলের মা লাশটি দেখে তার ছেলে বলে দাবি করে নিশ্চিত করে। খবর পেয়ে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টায় সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক বিয়ে কেন্দ্রীক অভিমানে আত্নহত্যার ঘটনা হতে পারে। তদন্ত অনুযায়ী ঘটনার আসল কারণ জানাযাবে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান

চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

আলমডাঙ্গায় মা-মেয়েকে পিটিয়ে আহত, ৫ লক্ষ টাকা লুটপাট

আলমডাঙ্গার কামালপুরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও নগদ টাকা লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গত শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় আদরী খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের ইরাক প্রবাসী কফিল উদ্দীনের স্ত্রী আদরী খাতুনের সাথে একই গ্রামের সফি উদ্দিনের ছেলে ফরজ উদ্দিনের সাথে দীর্ঘদিন জমি সংক্রান্ত পূর্বশত্রুতা চলে আসছে। স্বামী ইরাক প্রবাসী ও ছেলে সৌদি প্রবাসী হওয়ায় একাই আদরী খাতুন বাড়িতে বসবাস করে আসছে।

এ সুযোগে কফিল উদ্দীন বিভিন্ন সময় আদরীকে কুপ্রস্তাব দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আদরী খাতুন তার নিজ জমিতে মেয়ে ও জামাই এর ঘর নির্মাণ করছে।

ওই জমিতে তার মেয়ে ও জামাই এর ঘর নির্মাণ না করে এমন হুমকি দিয়ে আসছিলো ফরজ উদ্দিন। গত (৩ সেপ্টেম্বর) শনিবার দুপুরে ফরজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে সফি উদ্দিন, আলাল উদ্দিন, সফি উদ্দিনের ছেলে মনোয়ার হোসেন, বাবলু হোসেন, আলাল উদ্দিনের ছেলে সোহাগ দিনদুপুরের অতর্কিত সন্ত্রাসী হামলা চালায়। আদরী খাতুন তাদের বাড়ি-ঘর ভাংচুর করতে থাকলে সে বাধা দেওয়া তাকে মারপিট করে। তার ছেলের বউ মিম ঠেকাতে গেলে তাকে শ্লীনতাহানীর

চেষ্টা চালায়।

সে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলে গলায় থাকা ১ ভরি স্বর্ণে চেইন ছিনিয়ে নেয়৷ আদরীর মেয়ে আমেনা রহমান তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাকে বেধড়ক মারপিট করে। হামলাকারীরা ঘরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করলে আমেনা রহমানকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে থাকা বাড়ি নির্মাণের সিমেন্ট কেনার ৫ লক্ষ টাকা লুটপাট করে। পরিবারের তিনজনকে আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে।

এ ঘটনায় আদরী খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গার কুমারি ‘বীর নিবাস’ নির্মাণে অনিয়ম। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একই গ্রামে দুই মুক্তিযোদ্ধার দুই ঘর নির্মাণে ভিন্ন মাত্রার অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগসূত্রে জানা যায়,আলমডাঙ্গা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৪৯ টি “বীর নিবাস’ নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রতিটি বীর নিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৪৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে আবাসন (বীর নিবাস) নির্মাণের জন্য ৬৫ কোটি ৮০ লাখ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়।

যার প্রতিটি ঘরের নির্মাণের জন্য ব্যয় ধরা হয় ১৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। দরপত্র আহ্বান করা হলে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচিত হন আলমডাঙ্গা নীলমণিগঞ্জের বখতিয়ারের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বখতিয়ার উদ্দীন।

উপজেলার কুমারী গ্রামে দুটি বীর নিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী ও ফরোজ আলীর পরিবারের জন্য। কার্যাদেশ পেয়ে ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন ওই ঠিকাদার।

কিন্তু ঠিকাদার নির্মাণ কাজের নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ১নং ইটের পরিবর্তে ২ নং ইট ব্যবহার ও নির্মাণ কাজে পরিমাণ মতো সিমেন্টও ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন খোদ উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী।

নিবাসটি নির্মাণে ২ নং ইট ও ৬:১ (বালি:সিমেন্ট) হারে ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরোজ আলীর নিবাস নির্মাণে বালু: সিমেন্টের পরিমাণ ৫:১ ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেছেন যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরোজ আলীর তুলনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাঁব ঘর নির্মাণে আরও বেশি অনিয়ম হচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ আলী অভিযোগ করে বলেন যে, ২ নং ইট দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এটা জাতির জন্য কলঙ্কের। তাছাড়া সিমেন্টের ভাগ কম ও বালি বেশি দেওয়া হচ্ছে। এই অনিয়মে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বখতিয়ার উদ্দীন জানান, “কাজটি আমি করছি না। আমার নিকট থেকে কিনে নিয়ে মহাসিন নামের এক ব্যক্তি করছেন। নির্মাণ কাজে ২ নং ইট ব্যবহার করা হলে ইট ফেরত নিয়ে ১ নং ইট দিয়ে নির্মাণ করা হবে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, “বীর নিবাস” নির্মাণে একটি ঘরেও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ পেলে সেটি মেনে নেওয়া হবে না। কোনো ঘরে এ ধরনের অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইটসহ নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী গ্রহণযোগ্য হবে না।

আলমডাঙ্গার হারদিতে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

আলমডাঙ্গার হারদি ইউনিয়নের গোপালদিয়ার গ্রাম থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, রোববার উপজেলার হারদি ইউনিয়নের গোপালদিয়ার গ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে বোমা দুটি উদ্ধার করে। তবে এঘটনায় কে বা কারা জড়িত তাদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপালদিয়ার গ্রাম থেকে দুটি লাল টেপে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। কে বা কাহারা এটি কোন উদ্দেশ্যে রেখে তা জানাযায়নি। তদন্ত চলছে, পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ১০ পিস ইয়াবাসহ আটক-১

আলমডাঙ্গার রোয়াকুলি ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আকাশ (২৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই শরীয়তুল্লাহ জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রাম থেকে আটক করেন। সে রোয়াকুলি গ্রামের সাহাবুলের ছেলে।

আগামীকাল শনিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) সাইফুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।

পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘মাদক বিক্রির গোপন সংবাদ

পেয়ে থানার এসআই শরীয়তুল্লাহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রোয়াকুলি গ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সন্দেহ মূলক ভাবে আকাশকে আটক করে। শরীর তল্লাশি করে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পশুহাটে সড়ক নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে দোকানপাট উচ্ছেদ

আলমডাঙ্গার পশুহাটের সড়ক যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে অবৈধ নির্মিত দোকান উচ্ছেদ করেছে পৌর প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তবে, উপজেলা প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযানকে অযৌক্তিক দাবি করেন স্থানীয় ভুক্তভোগী দোকান মালিকেরা। প্রভাবশালীদের স্থাপনা উচ্ছেদ না করে গবির-দুস্তদের উপর নির্মম অত্যাচার করছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৩ মাস পূর্বে আলমডাঙ্গা পৌর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফুটপাথ দখল মুক্ত ও অবৈধ দখলদারি দুরীকরণে লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন পৌর প্রশাসন। গত কয়েক দিনের এ অভিযান অতর্কিত ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আবারো পূণরায় শুরু হয় দখল।

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের প্রধান সড়কের দুই পাশের ড্রেনের ফুটপথ গুলো ব্যবসায়ীদের কবলে। এতে সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় রাস্তার পাশ দিয়ে। অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ পথচারীরা। তবুও পৌর প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে।

গত ৩ মাস পূর্বে পৌর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অবৈধ নির্মিত দোকান সরিয়ে নেবার নোটিশ প্রদান করে। নোটিশ প্রদানের তিনমাস পার হলেও দোকান গুলো আবারো প্রসারিত হয়েছে। প্রশাসনের নজর দারির অভাবে বিতর্কিত হচ্ছে উচ্ছেদ অভিযান, ভোগান্তিতে পড়ছে

নিম্নআয়ের মানুষ।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গা পৌর পশুহাটের যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাপ্তাহিক পশু হাটের দিন তিব্র জানজট মুক্ত করতেই এমন উদ্যোগ করে পৌর প্রশাসন। তবে, এসব দোকান-পাট উচ্ছেদ কি জানজট নিরসন করবে নাকি প্রভাবশালীদের ব্যবসায়ীক দুয়ার উন্মোচন হবে।

অবৈধভাবে নির্মিত দোকান মালিকেরা জানান, আমাদের ঘর-বাড়ি নাই। দোকানের মধ্যেই বসবাস করি এবং এখানেই চা-পান সিগারেট বিক্রি করে পেট চালায়।

এদিকে আরো অনেকে জানান, পৌর শহরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবৈধ ভাবে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। তাদের প্রতিবাদের জন্য মুখফিরিয়ে নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু আমাদের মত অসহায় মানুষের সুযোগ নিয়ে উপার্জনের ক্ষমতা টুকু নস্ট করে দিলো।

উচ্ছেদ অভিযান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, সাপ্তাহিক পশু হাটের কারণে তিব্র জানজটে ভোগান্তিতে পড়তে হ সাধারণ মানুষ। পৌর শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদের মাধ্যমে জনবান্ধব হিসাবে এ পৌর নগরীকে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম (আশা) (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আশরাফুল আলম (আশা) পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের

তাঁতীপাড়ার আতিয়ার রহমানের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরে এরশাদপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে চেক জালিয়াতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে আশরাফুল আলম (আশা) কে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।